ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL. 7 1999
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

'অরুণোজ্জ্বল গাজীপুর' এর সাফল্য

শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত কাপাসিয়ার ৬৬ হাজার নিরক্ষর নরনারী

মোঃ ফিরোজ মিয়া, কাপাসিয়া থেকে : কাপাসিয়া থানার ৬৬ হাজার ১৯৭ জন নিরক্ষর নারী-পুরুষ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'অরুণোজ্জ্বল গাজীপুর' কর্মসূচির অধীনে সাক্ষর জ্ঞান লাভ করে উদ্ভাসিত হয়েছে শিক্ষার আলোয়। গত ২ জুলাই সম্পন্ন হয়েছে তাদের ছয় মাসব্যাপী কর্মসূচির সমাপনী মূল্যায়ন পরীক্ষা।

গত বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এ কর্মসূচির অধীনে থানার ১১টি ইউনিয়নের ৬৬ হাজার ১৯৭ জন নিরক্ষর মানুষ ২ হাজার ২৩৩টি শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ালেখা শুরু করে। এদের মধ্যে ৩২ হাজার ১ জন পুরুষ আর ৩৪ হাজার ২৬২ জন মহিলা।

বিগত ছয় মাস ধরে প্রতিটি শিক্ষার কেন্দ্রে বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মহিলারা এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত পুরুষরা নিয়মিত হাজির হয়ে সাক্ষর জ্ঞানসহ অন্যান্য শিক্ষা লাভ করেন। গত ২ জুলাই থানার ১৮৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে উৎসবমুখর পরিবেশে সদ্য সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন হাজার হাজার নারী-পুরুষ নিয়ে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সতীশ চন্দ্র রায় সে সময় থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের বেশ কটি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এছাড়া স্থানীয় সাংসদ এডভোকেট আফছার উদ্দিন আহমেদ খান, জেলা প্রশাসক মোঃ শামছুল হক, গাজীপুর পৌর চেয়ারম্যান আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এডিসি (রাজস্ব) মোঃ শফিকুল ইসলাম উপানুষ্ঠানিক অধিদপ্তরের উপপরিচালক এটি এম মহিউদ্দিন বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে কর্মসূচির অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনের সময় তারা শতকরা ৯৮ ভাগ পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি দেখতে পান।

পরীক্ষা কেন্দ্রে কথা হয় মরিয়ম, রাহিমা, আলেয়া, লাইলী, রতন, মাসুম, নীলুফাসহ অনেকের সঙ্গে। তারা সকলে জানায় আজকে তাদের আনন্দের দিন। তাদের আর কেউ মূর্খ বলতে পারবে না। পরবর্তীকালে তারা আরো পড়াশোনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

একটি কেন্দ্র পরিদর্শনকালে কথা হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে উপপরিচালক এ টি এম মহিউদ্দিনের সঙ্গে। তিনি জানান, সদ্য সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের এ পরীক্ষা দিতে দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। কাপাসিয়া থানায় এ কর্মসূচি সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

গত বছর জুলাই মাসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুযায়ী গাজীপুর জেলাকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার লক্ষ্যে কাপাসিয়া থানায় এ কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এস বি আই এম শফিক উদ দৌলাকে আহ্বায়ক করে থানা বাস্তবায়ন সেল গঠন করা হয়। থানা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমা মোবারককে প্রধান করে সাত সদস্যবিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। ১৫৩ জন সুপারভাইজার ও ২ হাজার ২৩৩ জন শিক্ষক এ কাজে নিয়োগ করা হয়। এদের ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় থানার বিভিন্ন কর্মকর্তা ও অধ্যাপকসহ ১১ জনকে। এজন্য সারা থানায় পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য ২ হাজার ৮১ এবং মহিলাদের জন্য ১ হাজার ১৫২টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়।

প্রতি শিক্ষা কেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। একজন ব্লক সুপারভাইজার ১৫ থেকে ১৭টি কেন্দ্র তত্ত্বাবধান করেন। তাছাড়া প্রতি ইউনিয়নে একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেন। থানা ও জেলার বিশেষ টিম এইসব কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেন। এ কর্মসূচির জন্য কাপাসিয়ায় সরকারিভাবে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।